One-Liner Shots: (ষোড়শ মহাজনপদ)

- ভারতীয় উপমহাদেশে 16টি রাজ্যের উত্থানের দ্বারা খ্রিস্টপূর্ব 6ষ্ঠ শতাব্দীকে চিহ্নিত করা হয়েছিল।
- মহাজনপদ ছিল প্রাচীন ভারতে বিদ্যমান 16 টি বড় রাজ্য।
- 'জনপদ' বিভিন্ন ধরণের মানব বসতিযুক্ত স্থানগুলিকে নির্দেশ করে।
- এই বসতিগুলি ভারতীয় ইতিহাসে প্রথমবারের মতো ভৌগোলিক শিরোনাম গ্রহণ করে মহাজনপদ নামে পরিচিত হয়েছে, যেমনটি বৈদিক গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে এবং বিভিন্ন জৈন ও বৌদ্ধ গ্রন্থেও উল্লেখ করা হয়েছে।
- এই দলগুলিকে জনপদ বলা হত এবং এগুলি বৈদিক যুগের শেষের দিকে ব্যাবসা, বানিজ্য, কৃষি, ঐতিহ্য ও রাজ্য প্রসারের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল।
- "জনপদ" এর আভিধানিক অর্থ হল 'স্থান বা ভূমি যেখানে জনবসতি স্থাপিত হয়েছে ।
- পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীর মতে, জনগণ নিজের নিজের জনপদের (একটি আঞ্চলিক একক) প্রতি অনুগত ছিল।
- বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ অঙ্গুত্তর নিকায় অনুসারে, ভারতে খ্রিস্টপূর্ব 6 শতকের শুরুতে 16টি মহান রাজ্য বা মহাজনপদ ছিল।

ষোড়শ মহাজনপদ সম্পর্কে কিছু তথ্য

➔ মহাজনপদগুলি খ্রিস্টপূর্ব 6ষ্ঠ শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

➔ মহাজনপদের সবচেয়ে বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্য হল বৃহৎ রাজ্যের উদ্ভব।

➔ মহাজনপদের উত্থানের সাথে সাথে উত্তর ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস অনেক বেশি বিশিষ্ট হয়ে ওঠে। 16টি মহাজনপদ প্রজাতন্ত্র বা 'গণতান্ত্রিক রাজ্য' এবং রাজতন্ত্র উভয়ের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছিল।

➔ মহাজনপদগুলি আদতে সেই উপজাতি বা 'জনপদগুলিকে বোঝায় যেগুলি বিভিন্ন গোষ্ঠী গঠনের জন্য একত্রিত হয়েছিল এবং পরে 'রাজ্য' নামে একটি বৃহৎ স্থায়ী বসতি স্থাপন করেছিল।

মহাজনপদগুলি হল
• **রাজতন্ত্র:** গান্ধার, কোশল, মগধ, কাশী, বৎস, কম্বোজ, চেদী, পাঞ্চাল, কুরু, অবন্তী, অঙ্গ, মৎস্য, সুরসেন • **গণতান্ত্রিক রাজ্য:** অস্মক, মল্ল, বৃজি (বা বৃজ্জি)

মহাজনপদের উত্থানের কারণ

- এটি শুরু হয়েছিল যখন পরবর্তী বৈদিক যুগের উপজাতিরা আঞ্চলিক স্থাঙ্গুলির অপর প্রভুত্ব অর্জন করার জন্যে ততপর হয়ে ওঠে।
- এটি অবশেষে বৃহত্তর এবং স্থায়ী বসতির জন্ম দেয়।
- নতুন যন্ত্রপাতির পাশাপাশি অস্ত্রের ব্যবহারে কৃষকরা তাদের কৃষি উৎপাদন ও একইসঙ্গে রাজ্য সম্প্রসারণের জন্য বন উজাড় করতে সক্ষম হয়।
- কৃষির উত্থানের ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং সামাজিক সমৃদ্ধিও ঘটে।
- বিভিন্ন নগর কেন্দ্রের আবির্ভাব নিয়মিত বাণিজ্য ও অর্থাগম নিশ্চিত করে।
- বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের উত্থান, যেমন বণিক, বসতি স্থাপনকারী, অস্ত্র প্রস্তুতকারক, রথ নির্মাতা ইত্যাদি, যারা বিভিন্ন পেশার সাথে জড়িত ছিল।

মহাজনপদের রাজনৈতিক কাঠামো

★ বেশিরভাগ রাজ্যই ছিল রাজতান্ত্রিক। কিন্তু কিছু প্রজাতন্ত্র ছিল গণ বা সংঘ নামে পরিচিত। আসমাকা, মল্ল এবং বৃজ্জি এই ধরনের প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্র ছিল।

★ এই গণসংঘগুলি ছিল অলিগার্কি যার অর্থ রাজা জনগণ দ্বারা নির্বাচিত হতেন এবং তিনি একটি পরিষদের সাহায্যে শাসন করতেন। বৃজ্জি এই সংঘ সরকারসহ একটি গুরুত্বপূর্ণ মহাজনপদ ছিলেন।

★ জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতারাও প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্র থেকে আবির্ভূত হন।

এক নজরে ষোড়শ মহাজনপদ

নাম	রাজধানী	অবস্থান	তথ্য ও বিষয়
অঙ্গ	চম্পা	গঙ্গা ও চম্পা নদীর সঙ্গমস্থলে	সুবর্ণভূমি (দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া) পর্যন্ত প্রধান বাণিজ্যিক কেন্দ্র এবং বন্দর
মগধ	রাজগৃহ বা গিরিব্রজ	অধুনা পাটনা ও গয়া	প্রথমে হর্যঙ্ক রাজবংশ দ্বারা শাসিত হয়। পরবর্তীকালে, এটি সমস্ত মহাজনপদগুলির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হিসাবে আবির্ভূত হয়।
কাশী	বারাণসী	অধুনা বেনারস	পরে কোশলের সঙ্গে যুক্ত হয়

কোশল	শ্রাবস্তি (উত্তরের রাজধানী) কুশাবতি (দক্ষিণের রাজধানী)	পূর্ব উত্তর প্রদেশ	কোশলের রাজা 'প্রসেনজিৎ' ছিলেন বুদ্ধের সমসাময়িক। কপিলাবস্তুর লুম্বিনী ছিল বুদ্ধের জন্মস্থান
বতস	কৌশাম্বী	প্রয়াগরাজে (এলাহাবাদ) গঙ্গা ও যমুনা নদীর সঙ্গমস্থলে	রাজা ছিলেন উদয়ন (ইনি 3টি সংস্কৃত নাটকের নায়ক- স্বপ্নবাসবদত্ত, রত্নাবলী ও প্রিয়দর্শিকা)।
কুরু	ইন্দ্রপ্রস্থ	পশ্চিম উত্তরপ্রদেশ	বিখ্যাত মহাকাব্য মহাভারত কুরু বংশের শাখাগুলির মধ্যে দ্বন্দ্ব চিত্রিত করে।
পাঞ্চাল	অহিচ্ছত্র (উত্তরের রাজধানী) কাম্পিল্য (দক্ষিণের রাজধানী)	অধুনা উত্তরপ্রদেশর বৈরিলি ও ফারুক্কাবাদ	জনপ্রিয় শহর কনৌজ পাঞ্চালে অবস্থিত ছিল
মৎস্য	বিরাটনগর	অধুনা বৈরাট	প্রতিষ্ঠাতা রাজা ছিলেন বিরাট
বৃজি (বা বৃজ্জি)	বৈশালী	অধুনা উত্তর বিহারের বাসার জেলায়	বৃজির রাজা চেতক ছিলেন ত্রিশলার (মহাবীরের মা) ভাই এবং চেল্লানার (বিম্বিসার স্ত্রী) পিতা। অজাতশত্রু পরে বৃজি পরাজিত করেন।
মল্ল	কুশিনারা ও পাবা	পশ্চিম ভারত	বুদ্ধ তাঁর শেষ আহার গ্রহণ করেছিলেন পাবাতে এবং মহাপরিনির্বাণ ঘটেছিল কুশিনারায়।
চেদি	শুক্তিমতি	মধ্য ভারতের পূর্বাংশ	রাজা ছিলেন শিশুপাল। পুরাণ অনুসারে, তিনি বাসুদেব কৃষ্ণ কর্তৃক নিহত হন।
সুরসেন	মথুরা	যমুনা নদীর তটে	এখানের রাজা অবন্তীপুর ছিলেন ভগবান বুদ্ধের শিষ্য।
অবন্তী	উজ্জয়নি (উত্তরের রাজধানী) মাহিষমতি (দক্ষিণের রাজধানী)	মধ্য মালব	উত্তর ও দক্ষিণের রাজধানীগুলি বিন্ধ্যদের দ্বারা বিভক্ত হয়েছিল।
গান্ধার	তক্ষশিলা	অধুনা পেশোয়ার ও রাওয়ালপিন্ডি	তক্ষশিলা ছিল প্রধান বাণিজ্য ও শিক্ষা কেন্দ্র।
কম্বোজ	পুঞ্চ	উত্তর-পশ্চিম পাকিস্তান	এটি বিখ্যাত ছিল চমৎকার ঘোড়ার জাত এবং ঘোড়সওয়ারের জন্য।
অস্মক	পোতালি	বর্তমান তেলেঙ্গানার কিছু অংশ	একমাত্র মহাজনপদ যা দক্ষিণপথে বা বিন্ধ্য পর্বতমালার দক্ষিণে অবস্থিত

সর্বাধিক বিশিষ্ট মহাজনপদ - মগধ

অবন্তী, কোশল, মগধ এবং বৎস সমগ্র আর্যাবর্তের উপর আধিপত্যের জন্য একে অপরের সঙ্গে তীব্র প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হয়েছিল। বছরের পর বছর ধরে (প্রায় 600-400 খ্রিস্টপূর্ব) ক্রমাগত সংঘর্ষের পর মগধ সার্বভৌমত্ব লাভ করে এবং সবচেয়ে শক্তিশালী মহাজনপদ হিসেবে আবির্ভূত হয়। মগধের সাফল্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর নির্ভর করে:

- সুরক্ষিত এবং কৌশলগত ভৌগলিক অবস্থান।
- পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত ও উর্বর জমি।
- উদ্বৃত্ত কৃষিজ দ্রব্য এবং স্থায়ী সেনাবাহিনী।
- সেনাবাহিনীতে বিশাল আকারে হাতির ব্যবহার।
- বাণিজ্য এবং টোল, ধাতব অর্থ এবং শহরের বৃদ্ধি।
- যোগ্য ও উচ্চাভিলাষী শাসক যেমন বিম্বিসার, অজাতশত্রু, মহাপদ্মানন্দ এবং আরও অনেকে।
- মগধের সামাজিক অবস্থা ও অ-রক্ষণশীলতা।